রোকেয়ার পৈতৃক আবাস, পায়রাবন্দ, বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র : সুলতানার স্বপ্ন (২০২৩)
পরিচালক : ইসাবেল হার্গুয়েরা

লিখিত টেক্সট

এই পুস্তিকার লিখন Creative Commons: Attribution-Noncommercial-ShareAlike 4.0 International লাইসেন্সের আওতায় কপিরাইট সুরক্ষিত

চিত্রসমূহ

পুস্তিকার চিত্রসমূহ ২০২৩ সালে নির্মিত চলচ্চিত্র *সুলতানাজ ড্রিম* (পরিচালক: ইসাবেল হার্গুয়েরা– সময়কাল: ৮৬ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড– স্পেন, জার্মানি, ভারত– অ্যানিমেশন) থেকে অনুমোদনক্রমে নেওয়া হয়েছে
চিত্রসমূহ কেবল এই পুস্তিকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে, পুনর্প্রকাশের জন্য নয়। আইনসঙ্গত অনুমতি ব্যতীত এর পুনর্ব্যবহার বা অন্য কোনো ধরনের ব্যবহারকালে কপিরাইট ধারক সুলতানা ফিল্মস-এর অনুমতি নিতে হবে।

প্রকাশক : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ ॥ প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিক্ষাবিদদের জন্য সুলতানার স্বপ্ন:
ইউটোপিয়ার উদ্ভাসন

আনুষ্ঠানিক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা উদ্যোগ

লিন্ডসে হর্নার, মফিদুল হক, এলিজাবেথ মাবের
এবং শারি সাবেতি

unesco Regional Committee

Liberation War Museum

THE UNIVERSITY of EDINBURGH

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

ভূমিকা

বর্তমান পুস্তিকাটি শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের জন্য নির্দেশিকা হিসেবে প্রণীত হয়েছে। এখানে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে রোকেয়ার রচনা *সুলতানার স্বপ্ন*[১] শান্তি ও শিক্ষা বিষয়ে নতুন ভাবনা সঞ্চার করতে পারে।

শিক্ষকরা যেন ছাত্রদের কাছে শান্তি ও ইউটোপিয়ার ধারণা ব্যাখ্যাকালে শান্তিকে ক্রমবিকাশমান ও আশাবাদী প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণে তাদের উৎসাহিত করতে পারে। শিক্ষকরা আশাবাহক পাঠক্রমকে কেবল বিষয়বস্তু হিসেবে নয়, বরং একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রতিফলন, বিশ্লেষণ ও আলোচনা তৈরিতে কাজে লাগাতে পারেন। এই পুস্তিকাতে আমরা ইউটোপিয়ার ধারণা, বিশ্লেষণমূলক শিক্ষাবিদ্যা ও কল্পবাদী চিন্তার নিরিখে আলোচনা করেছি, যেন *সুলতানার স্বপ্ন* সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণ ও বিকল্প ভাবনায় সাহায্য করতে পারে, যা পাওলো ফ্রেইরের বিশ্লেষণমূলক শিক্ষাবিদ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

২০২৪ সালে ইউনেস্কো *সুলতানার স্বপ্ন*কে এশিয়া-প্যাসিফিক রেজিস্টারে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেজন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আবেদন করেছিল। এই স্বীকৃতি পুস্তিকা রচনার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

---

১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (২০১৫), সুলতানাজ ড্রিম- তারা বুকস

PEPU

(Peace as an Event, Peace as Utopia)

'কর্মযজ্ঞ হিসেবে শান্তি, ইউটোপিয়া হিসেবে শান্তি (PEPU)'[১], এই ধারণা শান্তির অর্থ নিয়ে নতুন করে ভাবতে আহ্বান জানায়। PEPU-এর বিবেচনায় শান্তি এমন কোনো অভীষ্ট নয় যা সংঘর্ষের অবসান ঘটলেই অর্জিত হয়; বরং এটি উদার, আশাব্যঞ্জক ও ভবিষ্যতের দিকে সদা অগ্রসরমান একটি প্রক্রিয়া।

দারিদা[২] এবং ব্লখ[৩]-এর মতো চিন্তাবিদদের ধারণার ভিত্তিতে PEPU শান্তিকে এমন বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করে যা স্থির নয়। এটি এমন নয় যা কোনো ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নিশ্চিত করা যায়, কিংবা এমন কোনো লক্ষ্য নয় যা পুরোপুরি অর্জন সম্ভব। বরং এটি একটি প্রতিশ্রুতির মতো– যেদিকে আমরা এগিয়ে যেতে চাই, যা অপ্রত্যাশিতভাবে সর্বদা উন্মোচিত হয়। এই অগ্রসরতাকেই হর্নার বলেন, শান্তি রূপায়নের কাজ[৪]।

শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে এর মানে হলো, শান্তিকে নির্দিষ্ট কোনো ফর্মুলা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ত্যাগ করা। PEPU অনুপ্রাণিত শান্তিশিক্ষা এমন সুযোগ তৈরি করা যেখানে সবাই একসাথে ভাবনা, জিজ্ঞাসা ও কল্পনা করতে পারে। এটি সংলাপ ও মুক্তচিন্তার সমর্থক– কোনো বিশেষ বিধি বা মডেল অনুসরণ করার পক্ষপাতী নয়।

এই প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য ইউটোপিয়া একটি সহায়ক ধারণা। ইউটোপিয়া বিষয়ক অন্যতম প্রধান দার্শনিক এর্নস্ট ব্লখ আশা বা আশাবাদকে নিছক অনুভূতি হিসেবে নয়, বরং এমন চিন্তাধারা হিসেবে দেখেন যা কর্মে প্রেরণা যোগায়। তাঁর মতে, ইতিহাসের কোনো সমাপ্তি নেই; এটি এখনও লিখিত হচ্ছে এবং আমরা নিজেরা এর রূপান্তর ঘটাতে পারি। এখানেই আসে 'বাস্তব ইউটোপিয়ার ধারণা'। এটি শুধু স্বপ্ন দেখা নয়, ইচ্ছাপূরণের বিষয় নয়, বরং ইচ্ছা বাস্তবায়নের উদ্যোগ, কর্মের ব্রতগ্রহণ, বাস্তব পরিবর্তন ঘটানো[৫]। রোকেয়ার জীবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ– তিনি কেবল ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন হিসেবে নারীস্থান কল্পনা করেননি, বরং স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ হিসেবে শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের বাস্তব জীবনে পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন।

'কংক্রিট বা বাস্তব ইউটোপিয়া' নিয়ে ভাবনা আমাদেরকে বিদ্যমান অবস্থা

কিংবা অনিবার্য পরিস্থিতি মেনে নেয়া থেকে বিরত রাখে। বরং এটি সংঘাত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক গন্ডি ছাপিয়ে শান্তিকে ভিন্নভাবে কল্পনা করার সুযোগ তৈরি করে। ইউটোপিয়া স্বপ্ন দেখা, প্রত্যাশা এবং 'আরও ভালো কিছু সম্ভব' এই আস্থার যোগান দেয়।

এছাড়াও মনে রাখা জরুরি, ব্লখ ইউটোপিয়াকে একটি অসম্পন্ন ধারণা হিসেবে দেখেন। তাই এটিকে কখনোই অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার মতো নীল নকশা বা মডেল হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। বরং এটি একটি আলোক উৎস যা আমাদের সবাইকে একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, যদিও সবার পথ একই হতে হবে সেটা জরুরি নয়।

---

১. হর্নার, এল. কে. (২০১৩)। পিস অ্যাজ অ্যান ইভেন্ট, পিস অ্যাজ ইউটোপিয়া : এ রি-ইমাজিং অব পিস অ্যান্ড ইট্স ইমপ্লিকেশন্স ফর পিস এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিসকোর্স, ৩৪(৩), ৩৬৬-৩৭৯।

২. দারিদা, জাক (১৯৯২)। ফোর্সেস অব ল : দি মিস্টিক্যাল ফাউন্ডেশন অব অথরিটি, করনেল, ডি. রোজেনফেল্ড, এম. এবং কার্লসন, ডি. জি. (সম্পা), ডিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড দ্য পসিবিলিটি অব জাস্টিস, লন্ডন: রাউটলেজ।

৩. ব্লখ, এর্নস্ট (১৯৮৬)। দ্য প্রিন্সিপল অব হোপ (ভলিউম ১) (অনুবাদক: এন. প্লেইস, এস. প্লেইস ও পি. নাইট)। অক্সফোর্ড: ব্ল্যাকওয়েল।

৪. হর্নার, এল. কে. (২০১৩)। প্রাগুক্ত, ডিসকোর্স, ৩৪(৩), ৩৬৬-৩৭৯।

৫. ব্লখ, এর্নস্ট (১৯৮৬)। দ্য প্রিন্সিপল অব হোপ (ভলিউম ১) (অনুবাদক: এন. প্লেইস, এস. প্লেইস ও পি. নাইট)। অক্সফোর্ড: ব্ল্যাকওয়েল।

ইউটোপিয়া ও কল্পবাদী (Speculative) কথাসাহিত্য

সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র *সুলতানাজ ড্রিম* (২০২৩, পরিচালক ইসাবেল হার্গুয়েরা), রোকেয়ার রচনা অবলম্বনে নির্মিত, যেখানে পরিচালক মেলে ধরেছেন স্প্যানিশ শিল্পী ইনেসের কাহিনি– যিনি ভারত-ভ্রমণের সময় হঠাৎ বইটি খুঁজে পান। এই কাহিনির সঙ্গে পরিচয় ইনেসকে নিয়ে যায় রোকেয়ার জীবন, পরিবেশ ও নারীবাদ সম্পর্কে আরো জানার যাত্রায় এবং তাঁকে স্বপ্ন দেখতে সাহায্য করে। ছবির শুরুতে বইটি পড়ার পর ইনেস স্পেনে ফিরে তাঁর এক বন্ধুর ইউটোপিয়া বিষয়ক চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে যায়। তাঁরা *সুলতানার স্বপ্ন* নিয়ে আলোচনা করে এবং বন্ধুটি ইনেসকে উৎসাহ দেয় স্বপ্ন দেখার আরও গভীরে প্রবেশের জন্য। *সুলতানার* স্বপ্নকে ইউটোপিয়ান কথাসাহিত্যের অংশ হিসেবে বিবেচনার ক্ষেত্রে এই চলচ্চিত্র কোনো ব্যতিক্রম নয় এবং সিনেমায় ইনেস যেমন স্বপ্ন দেখতে শেখে, তেমনি শিক্ষার্থীরাও এই বই পাঠের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখাতে শেখার চেষ্টা নিতে পারে।

আমরা যেসব কাহিনী বলি তা তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা আমরা কীভাবে আমাদের পৃথিবী, নিজেদের ও অন্যদের দেখি কাহিনিই সেই আদল তৈরি করে দেয়। কাহিনি নিছক বিনোদন নয়– তা আদর্শগত জমিন, আবেগের উৎস এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতি। কাহিনি বাস্তবতা নির্মাণ করে, কেননা সম্ভব বা অসম্ভব, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায়– এইসব ধারণা মূলত আমাদের বারবার বলা কাহিনির মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। কাহিনি আমাদের পরিচয় নির্মাণ করে, শৈশব থেকে যেসব কাহিনি শুনে আমরা বড় হই, তা আমাদের শেখায় কে ভালোবাসার পাত্র কে নয়, দৃশ্যমান করে কারো লিঙ্গ বা জাতিপরিচয়। আধিপত্যবাদী বয়ান পাল্টে দেয়া প্রায়শই সামাজিক পরিবর্তনের প্রথম ধাপ, যেক্ষেত্রে ইউটোপিয়ান ও স্পেকিউলেটিভ কথাসাহিত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Speculative fiction বিশাল এক ছাতার মতো, যা সাহিত্যের নানা ধারাকে এর ছায়াতলে আনে, যেমন সায়েন্স ফিকশন, ফ্যান্টাসি, হরর, ডিস্টোপিয়ান ফিকশন, ম্যাজিক রিয়ালিজম ও ইউটোপিয়ান ফিকশন। বাংলা ভাষায় এই ধরনের লেখালেখির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে, যার সূচনা উনিশ শতকের শেষভাগ ও ঔপনিবেশিক যুগে। এসব অলীক কাহিনিকে অনেক সময় 'পাল্প' বা মনোরঞ্জক

সাহিত্যের ধারাভুক্ত করা হয়, এর তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর হতে পারে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অনেক সম্ভাবনাময়।

কারণ এই ধরনের কল্পবাদী সাহিত্য 'কল্পনা করে' কি সম্ভব বা অসম্ভব এবং এভাবে সম্ভাবনার সীমানা প্রসারিত করে। এটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবতা ও অমানবিকতার সীমা ও সম্ভাবনাগুলো অন্বেষণ করে– যেমন সায়েন্স ফিকশনে সেটা যোগায় এলিয়েন, রোবট ও প্রযুক্তি, কিংবা ভৌতিক গল্পে ভাল ও মন্দের ফারাক।

এছাড়া এটি সমাজ কাঠামো, ক্ষমতার বিন্যাস, বৈষম্য ও অন্যায়কে পুনঃকল্পনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে। যেমন *সুলতানার স্বপ্ন*-এ দেখা যায় একটি উল্টো পৃথিবী, যেখানে সমাজ কাঠামো ভিন্নভাবে সাজানো হয়েছে। বিদ্যমান বিশ্বের বিকল্প রূপ মেলে ধরে কল্পবাদী সাহিত্য পাঠকদের জন্য সমালোচনামূলক চিন্তা ও বিশ্লেষণের নতুন পথ খুলে দেয়।

নীচে কিছু কার্যক্রম ও ক্লাসরুম অনুশীলনের ধারণা দেওয়া হলো, যা শিক্ষকরা পাঠদানে ব্যবহার করতে পারেন।

পড়া (Read)

টেক্সট পাঠের আবেগগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ। শিক্ষার্থীদের তাদের খাতায় একটি স্টিক ফিগার (কাঠির আদলে মানব আকৃতি) তৈরি করতে বলুন। তারা যখন পাঠ্য অংশ পড়বে (বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে), তখন মাঝেমাঝে বিরতি দিন এবং বলুন তারা যেন পড়ার সময়ের অনুভূতি স্টিক ফিগারের যথাযথ অঙ্গের পাশে লিখে রাখে। যেমন:

মস্তিষ্ক/মাথা: বিভ্রম, আগ্রহ, উদ্দীপন
হৃদয়: আলোড়ন, ভালোবাসা, বিষণ্নতা, উদ্বেগ
উদর: দুশ্চিন্তা, বিবমিষা, রাগ ইত্যাদি

[এই অনুশীলনটি বিভিন্ন বয়সের উপযোগী করে পরিবর্তন করা যায়। স্টিক ফিগারগুলো জোড়ায় বা ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ভাগাভাগি করতে বলুন যাতে অনুভূতির পার্থক্য ও মিলগুলো বোঝা যায়।]

ভাবা (Reflect)

কাহিনির শিরোনাম নিয়ে ভাবা: '*সুলতানার স্বপ্ন*'– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কেন এই নাম দিয়েছেন বলে মনে হয়? অন্য আর কী কী নাম হতে পারত এবং কেন? দলগতভাবে শিক্ষার্থীরা এই কাহিনির জন্য নিজেরা একটি নাম তৈরি করবে এবং সবার সামনে সেই নাম 'উপস্থাপন' করবে। বই থেকে উদাহরণ দিয়ে সেই নাম নির্বাচন সমর্থন করবে।

গল্পের মূল বার্তাগুলো কী? ৪ জনের একটি দল গঠন করে যতগুলো সম্ভব মূল বার্তা নিয়ে ভাবা ও প্রতিটিকে আলাদা পোস্ট-ইট নোটে লিখে ফেলা। (যেমন: লিঙ্গবৈষম্য, সমতা, টেকসই উন্নয়ন, শিক্ষা ও উদ্ভাবন, প্রকৃতি ও পরিবেশ ইত্যাদি)। এরপর একটি 'ডায়মন্ড নাইন' (Diamond Nine) সাজিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি উপরে, পরবর্তী দুটি নিচে, তারপর তিনটি, তারপর নিচে বাকি তিনটি বসাবে।

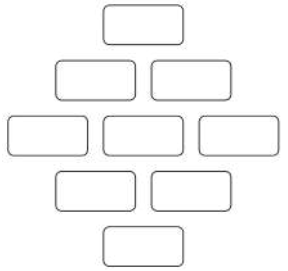

এবার প্রতিটি দল তাদের শীর্ষ ৩টি বার্তা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবে এবং কেন এই তিনটিকে বেছে নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করবে।

সবাই একমত কি? যদি না হয়, কেন?

পুরো দলটি কি গল্পের ৩টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তার বিষয়ে একমত হতে পারে?

তারা কি নিজেদের জীবন থেকে এই বার্তাগুলোর প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিতে পারে?

প্রতিক্রিয়া/লেখা (Respond/Write)

নিজ সমাজে বা বিশ্বে বিদ্যমান একটি অন্যায় বা অবিচার নিয়ে ভাবা। এই অন্যায়টি উল্টে দেওয়া হয়েছে এমন একটি ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের একটি স্বপ্নের গল্প লেখা।

ভেবে দেখা:

- কে এই স্বপ্ন দেখছে এবং কেন?
- এই নতুন পৃথিবীর বাস্তবতা কেমন? সেখানে মানুষের অনুভূতি কেমন?
- কী নতুন ধারণা ও উদ্ভাবন সেখানে আছে?
- এই পরিবর্তনের ফলাফল কী?

বিশ্লেষণমূলক শিক্ষাবিদ্যা (Critical Pedagogy)

ইউটোপিয়ান ধারণাগুলো কেবল শান্তির তত্ত্ব গঠন বা গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষাচিন্তা ও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাচর্চাতেও তা গুরুত্ববহ। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউটোপিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নতুন করে ভাবতে আহ্বান জানায়– আমরা কী পড়াই এবং কীভাবে পড়াই। কেবল কারিগরি বা নির্দিষ্ট বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষার বদলে এখানে খোলামেলা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সমালোচনামূলক, সৃজনশীল ও সম্মিলিত চিন্তার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে কেবল বাস্তব বোঝা নয়, বাস্তব পরিবর্তন করাও।

এই ধারণা গড়ে উঠেছে ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরের কাজের ভিত্তিতে, যিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Pedagogy of the Oppressed* (১৯৭০)[১]-এ শিক্ষাকে নিপীড়নের হাতিয়ার নয়, মুক্তির চর্চা হিসেবে দেখেছেন। ইউটোপিয়ান শিক্ষাধারা বুঝতে তাঁর চিন্তা আমাদের সহায়তা করে যাকে বলা হয় 'ব্যাংকিং মডেল', যেখানে শিক্ষক ছাত্রদের মস্তিষ্কে জ্ঞান জমা করেন আর শিক্ষার্থীরা জমাদানের ফাঁকা কিংবা অসার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয়– ফ্রেইরে এমন

শিক্ষাধারার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এর পরিবর্তে তিনি তুলে ধরেন সংলাপভিত্তিক, সমস্যা-নির্দেশমূলক বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে মিলে শেখা ও বিচার-বিবেচনায় যুক্ত হয়।

শিক্ষা তখন একটি যৌথ সৃজন-প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করায় এবং পরিবর্তনের সামাজিক উদ্যোগ নির্দেশ করে। ইউটোপিয়ান শিক্ষাদর্শন এই অর্থে বিশ্লেষণমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিফলননির্ভর। ফ্রেইরের শিক্ষাদর্শ শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনের চালক হিসেবে দেখতে চায়– যারা নিজেদের ও তাদের সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্লেষণমূলক শিক্ষার পরিচয় তাঁর বিভিন্ন লেখা ও শিক্ষাচর্চায় রেখে গেছেন। '*তোতাকাহিনি*'-তে বিদ্যমান মুখস্ত নির্ভর শিক্ষাপদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তা তিনি বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন পাঠভবন থেকে শুরু করে বিশ্বভারতী তথা জ্ঞানচর্চার বৈশ্বিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

রোকেয়ার শিক্ষাচর্চা– তাঁর স্কুল, বস্তিবাসীদের জন্য বিকল্প শিক্ষা উদ্যোগ– সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন চেয়েছিলেন এবং তাঁর স্কুলের প্রাক্তনীরা পরে, বিশেষ করে পূর্ব বাংলায়, সমাজ রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

তাহলে বাস্তবে বিশ্লেষণমূলক শিক্ষাবিদ্যার অর্থ কি? ইউটোপিয়ান শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হলো আশাপূর্ণ পাঠক্রম– যা প্রচলিত ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করে এবং মুক্তির ইতিহাস ও চর্চার সম্ভাবনা মেলে ধরে। এর মধ্যে থাকতে পারে *সুলতানার স্বপ্ন*-এর মতো টেক্সট যা একটি নারীবাদী ইউটোপিয়া কল্পনা করে, কিংবা ঔপনিবেশিকতা-মোচন ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করে। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যদি থাকে প্রতিরোধের কাহিনি, বিকল্প সরকার ব্যবস্থা ও রূপান্তরের সম্ভাবনা, তাহলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে বিদ্যমান বাস্তবতার বাইরের অন্যতর জগৎ সবসময়ে কল্পনায় উঠে এসেছে, এমনকি কখনো তা বাস্তবায়িতও হয়েছে।

তবে পাঠক্রম নিছক বিষয় নয়, তার চেয়েও বেশি। আশাবাদ যেমন বিষয়কে সমৃদ্ধ করতে পারে, তেমনি এটা একটা পদ্ধতিও হতে পারে। ফ্রেইরের মতে, বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আশা হচ্ছে অপরিহার্য– এটি নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম টিকিয়ে রাখে। ব্লখের কাছে আশার জন্য জরুরি হচ্ছে কল্পনা এবং বিশেষভাবে শিল্প (যেমন : চিত্রশিল্প, সাহিত্য ও সংগীত)[২]। আর তাই 'আশার পদ্ধতি' হচ্ছে কল্পনার লালন, শিক্ষার্থীদের জানতে শেখা কোথায় পরিবর্তন দরকার, সেই পরিবর্তন কেমন হতে পারে এবং সেই পরিবর্তনে যুক্ত হওয়া এবং

তা সম্ভব বলে তাদের বিশ্বাস করা।

কল্পনার জন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক শিক্ষাদর্শন। এটি আগেভাগে প্রস্তুত করা যায় না, জ্ঞান হিসেবে শূন্যপাত্রে জোর করে ঢোকানোও যায় না, এটি শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকেই আসে। এখানে ফ্রেইরের আলোচনা-ভিত্তিক শিখন-পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে উচ্চ-নিম্ন ব্যবধান দূর করার পক্ষপাতী এবং শিক্ষার্থী পরিচালিত যৌথ কার্যক্রমের কথা বলেন। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের শিখন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক, বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য গঠনে সহায়তা করে। এর মানে শিক্ষকের প্রয়োজন অস্বীকার করা নয়। ফ্রেইরে কখনো শিক্ষক বাতিলের পক্ষে ছিলেন না, বরং শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখেছেন, তবে জ্ঞানের ধারক হিসেবে নয় জানার জন্য সহায়ক হিসেবে। কল্পনাকে সহায়তা করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'মামুলিকরণের' বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। ফ্রেইরে হুঁশিয়ার করেছিলেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই প্রভাবশালী আদর্শ পুনরুৎপাদন করে এবং কল্পনার পরিসর সীমিত করে তোলে।

---

১. ফ্রেইরে, পাওলো (১৯৭০)। পেডাগোজি অব দা অপ্রেস্‌ড্‌ (অনুবাদ: এম. বি. রামোস)। হার্ডার অ্যান্ড হার্ডার পাবলিশার্স।

২. ব্লখ, এর্নস্ট (১৯৮৮)। দি ইউটোপিয়ান ফাংশন অব আর্ট অ্যাণ্ড লিটারেচার, সিলেক্টেড এসেজ, অনুবাদ: জ্যাক জিপস এবং ফ্র্যাঙ্ক মেকলেনবার্গ। কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস এবং লন্ডন: এমআইটি প্রেস।

লিঙ্গ (Gender)

জেন্ডার কেবলমাত্র নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভাজন নির্ধারণ করে না; বরং এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে 'নারী' ও 'পুরুষ' হওয়ার ধারণা ও প্রত্যাশাগুলো নির্মিত, প্রচারিত ও শেখানো হয়। ইতিহাসে এবং সাম্প্রতিক সময়ে, লিঙ্গের ধারণা শুধু পুরুষ-নারী বিভাজনের মধ্যে সীমিত নেই। এটি আরও নমনীয় ও গতিশীল হতে পারে। যেহেতু এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, তাই এই ধারণাগুলো সময় ও স্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে। ঔপনিবেশিকতা কতক ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক নির্দিষ্ট ভূমিকা ও আচরণের বিরুদ্ধতা জোরদার করেছিল– বিশেষ করে পরিবার কাঠামোর ভেতরে– যা অনেক সময় উপনিবেশ-পূর্ব সমাজব্যবস্থার বাস্তবতা বা সম্পর্কের সঙ্গে মেলে না।

রোকেয়া তাঁর জীবনভর কাজে সবসময় জেন্ডার-সমতা, নারীর অধিকার ও মেয়েদের শিক্ষার জোরদার প্রবক্তা ছিলেন। আমরা হয়তো ভাবতে পারি, রোকেয়ার সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিশ শতকের শুরুর দিক– আমাদের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল। তবে তাঁর লেখায় বর্ণিত বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের বর্তমান সমাজের নানা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই কারণেই *সুলতানার স্বপ্ন* আজও পাঠকদের কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয়, কারণ এটি নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও প্রত্যাশার এক বিকল্প জগৎ উপস্থাপন করে।

নারীস্থানে সুলতানা এমন এক বিপরীত জীবনে প্রবেশ করেন যেখানে নারীরা আর ঘরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন– প্রশাসন, সরকার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাক্ষেত্রে। বিপরীতে, পুরুষরা 'মরদানা' নামক ঘরবন্দি ব্যবস্থায় আবদ্ধ, যা নারীর পর্দানশীনতার পুরুষ সংস্করণ; তারা আর বাইরে কাজ করতে কিংবা জনজীবনে অংশ নিতে পারেন না। সেখানে পুরুষদের উপস্থাপন করা হয়েছে উদ্দাম, ধ্বংসাত্মক, বিশৃঙ্খল ও অপচয়কারী হিসেবে। নারীদের নেতৃত্বে সমাজ শুধু শান্তিপূর্ণই নয়, বরং আরও দক্ষ, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে সমৃদ্ধ এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ। নারীস্থান এক অভিনব ও কৌতুকপ্রদ বিকল্প সমাজচিত্র তুলে ধরে, যা লিঙ্গসম্পর্ক উল্টে দিয়ে পুরুষ-প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে নারী-নিপীড়নের অবিচারকে স্পষ্ট করে। তবে একজন আধুনিক পাঠক হয়তো এমন একটি চিত্রে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, যেখানে একপক্ষকে দমন করার মাধ্যমে তাদের অন্যায়ের জবাব দেয়া হয়েছে। বরং আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিপীড়নমূলক কাঠামো ও চর্চার সম্পূর্ণ বিলোপ এবং লিঙ্গসম্পর্কের সমতা প্রতিষ্ঠা। এই দ্বৈততা থেকেই *সুলতানার স্বপ্ন* পাঠের সময় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সমালোচনামূলক চিন্তার সুযোগ তৈরি হয়।

বিষয়ভিত্তিক আলোচনা

জেন্ডার নিপীড়ন

নারীস্থানে লিঙ্গভিত্তিক বিধিনিষেধ বিপরীতভাবে চিত্রিত হয়েছে, যেখানে পুরুষরা সেই নিপীড়নের শিকার হয় যা সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা ভোগ করে। ফলত নারীদের নেতৃত্বে সমাজ বিকশিত হয়।

এটি এমন এক সৃজনশীল কৌশল যা অন্যায়কে স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়– একজন পাঠক হিসেবে এটি আপনি কীভাবে অনুভব করেন?

মুক্তির অবলম্বন হিসেবে শিক্ষা

সুলতানার স্বপ্ন-এ নারীরা শিক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারে কীভাবে ক্ষমতাকাঠামো তাদের পীড়ন করে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবরুদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য করে। ক্ষমতার এই কাঠামো উল্টে দিতে তাদের সক্ষম করে জ্ঞান ও শিক্ষা। পাল্টে দেয়া সেই জীবনে নারীরা শক্তি বা বলপ্রয়োগে নয়, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে শাসন করে।

এই বিশ্লেষণমূলক শিক্ষাদর্শ (ফ্রেইরের ধারণা অনুযায়ী) কীভাবে আপনার নিজের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে?

টেকসইবাদ ও ইকো-নারীবাদ

নারীস্থানে নারীরা তাদের শিক্ষা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছে; পুরুষদের মতো অপচয় নয়, সময়কে ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করে তারা ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করে। তারা এমন উপায় বের করেছে যাতে পরিবেশের সঙ্গে টেকসইভাবে বসবাস করা যায়। তাদের উদ্ভাবন– সৌর প্যানেল ও মাইক্রোওয়েভের প্রোটোটাইপ– প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগায়, তবে তা প্রকৃতি ধ্বংস বা এর সম্পদ নিঃশেষ করে নয়।

'আমরা প্রকৃতির উপহার যতটা সম্ভব উপভোগ করি।' প্রকৃতিকে 'উপহার' হিসেবে দেখা, কেবল ভোগের সম্পদ হিসেবে নয়– এই শিক্ষা ও লিঙ্গ-সমতা উভয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এই ধারণা সম্পর্কে আপনার মত কি?

সংবেদনশীল নেতৃত্ব

নারীস্থানে রানি বলপ্রয়োগে শাসন করেন না এবং আইন বা নৈতিকতা রক্ষা করতে পুলিশের প্রয়োজন হয় না। তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি বৈরী নয়, আধিপত্য বিস্তার বা অপরের সম্পদ আহরণের বাসনা তাদের নেই; বরং তারা সহনশীলতা ও শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে।

নেতৃত্বের কী কী বিভিন্ন মডেল হতে পারে এবং এই উদাহরণটি বিশ্বের অপরাপর স্থানে দৃশ্যমান মডেলগুলোর সঙ্গে কিভাবে তুলনীয়?

ধর্মীয় সহনশীলতা

নারীস্থানের ধর্ম হচ্ছে 'প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসিতে ধর্মত বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্যত্যাগ করিতে পারি না।' নারীস্থানে ধর্মের যে সারকথা তুলে ধরা হয়েছে তা সকল ধর্মেরই মূল বাণী।

বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় এই উপলব্ধি কতটা কার্যকর হতে পারে?

কল্পবাদ, ইউটোপিয়া ও স্বপ্ন

সুলতানার স্বপ্ন-এ যে সমাজ চিত্রিত হয়েছে, তা প্রথাগত নয়, বরং কল্পনার ডানা মেলে নির্মিত। এটি কেবল সমালোচনামূলকভাবে নয়, সৃজনশীল চিন্তার স্বাধীনতা দিয়েই শুরু হয়। স্বপ্ন একটি বিকল্প জগতের রূপ দেখায় যা মুক্তি ও পরিবর্তনের পথ করে দিতে পারে। *সুলতানার স্বপ্ন* এমনি এক বিপরীত দুনিয়া কল্পনা করে, যা সামাজিক রূপান্তরের আলোচনায় সূচনা হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যতের কল্পনা করতে কল্পসাহিত্য কতটা উপযুক্ত মাধ্যম?

উপসংহার

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের *সুলতানার স্বপ্ন* এমন একটি সমৃদ্ধ টেক্সট যা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য জেন্ডার নিপীড়ন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, টেকসই সমাজ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনার উপাদান যোগাতে পারে। এটি বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যক্রমের সাথে মিলিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং বিভিন্ন বয়স ও সক্ষমতার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সহজেই খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। এই পাঠে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তি তাদের বিশ্লেষণ-দক্ষতা, তর্ক ও যুক্তির অনুশীলন এবং লেখালেখির ক্ষমতা বাড়াতে পারে।

পাঠ্যবইয়ে রোকেয়া প্রসঙ্গ

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ক্রমিক	শ্রেণি ও বই	বিবরণ
১.	চতুর্থ **আমার বাংলা বই**	'মহীয়সী রোকেয়া' রচনায় ছবিসহ সংক্ষেপে তাঁর জীবনী রয়েছে। পৃ. ৩২-৩৬
২.	পঞ্চম **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়**	ঔপনিবেশিক শাসন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও রোকেয়ার ছবি দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আরও তথ্য খুঁজে বের করবে। পৃ. ১৭ ৮ম অধ্যায়ে 'নারী-পুরুষ সমতা' শিরোনামে 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' প্রসঙ্গে রোকেয়ার জীবনী আলোচিত হয়েছে। পৃ. ৬৪-৬৫
৩.	ষষ্ঠ **কর্ম ও জীবনমুখি শিক্ষা**	'শিক্ষার মাধ্যমে খ্যাতিমান হয়ে ওঠার গল্প' প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রোকেয়ার ছবিসহ সংগ্রামী জীবন উল্লেখ করা হয়েছে 'বেগম রোকেয়া' শিরোনামে। পৃ. ৫৪
৪.	সপ্তম ENGLISH FOR TODAY	'গ্রেট ওমেন টু রিমেম্বার' শিরোনামে ছবিসহ হেলেন কেলার, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও রোকেয়ার জীবনী রয়েছে। তাঁদের শিক্ষা ও কর্মের সংক্ষিপ্ত তুলনাচিত্র আছে। পৃ. ৪৮-৫৪
৫.	নবম-দশম **বাংলা সাহিত্য**	রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের 'নিরীহ বাঙালি' প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধে বাঙালি চরিত্রের দুর্বল ও ইতিবাচক দুই দিকই বর্ণিত হয়েছে। পৃ. ৩৭-৪১
৬	নবম-দশম **বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা**	নবম অধ্যায় 'ইংরেজ আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন' প্রসঙ্গে তিতুমির, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মহসিন প্রমুখের সঙ্গে 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' সংযুক্ত। এখানে তাঁর সংগ্রামী জীবন প্রাধান্য পেয়েছে। পৃ. ১১৯-১২০
৭	একাদশ-দ্বাদশ **সাহিত্যপাঠ (গদ্য ও কবিতা)**	গদ্যাংশ রোকেয়ার 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধ। এই লেখায় নারী সমাজের পশ্চাৎপদতা এবং পুরুষের আধিপত্যবাদ বিবৃত হয়েছে। পৃ. ৬১-৬৯
৮	একাদশ-দ্বাদশ ENGLISH FOR TODAY	রিডিং ফর প্লেজার অংশ তিনটি গল্পের মধ্যে প্রথমটি Sultana's Dream. পৃ. ২৪৫-২৫৫